দৈনিক সংবাদ

20

তারিখ ... 29 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ধর্মঘট চলছে ১ মাস ধরে ।। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবি জোরদার ।। সরকার নির্বিকার

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (কুষ্টিয়া), ২৮শে জুলাই নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উপাচার্য অপসারণের দাবিতে ছাত্রলীগ ও শিক্ষক-দের লাগাতার ধর্মঘটের এক মাস অতিবাহিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, ছাত্রদল, স্থানীয় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবি জানিয়েছে, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে নেমে এসেছে অন্ধকারের বিপর্যয়, আবাসিক হলগুলো ছাত্রছাত্রী শূন্য হয়ে পড়েছে। এর পরও সরকার নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থার সমাধানের কোন লক্ষণ নেই তারপর আবার কুষ্টিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রলীগের ভাঙচুরের কারণে শিক্ষকরা কর্মবিরতির কর্মসূচি পালন করছেন। এ অঞ্চলের বৃহত্তর দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও কুষ্টিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ সরকারি ছাত্র সংগঠনের ভূমিকায় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ ঃ ২৫শে জুন একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধীনে ফিকাহ ও মুসলিম দর্শন খুলে বিশ্ববিদ্যালয়কে মাদ্রাসা করা হচ্ছে এই অভিযোগে এবং ফিকাহ ও মুসলিম দর্শন বাতিলের জন্য ছাত্রলীগ, গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ও ছাত্রদল বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। কিন্তু ছাত্রলীগ এই দাবির পাশাপাশি উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে তাৎক্ষণিকভাবে উপাচার্য অফিস ভাঙচুর ও তালাবদ্ধ করে। ২৬শে জুন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তার নির্বাহী ক্ষমতা বলে ফিকাহ শাস্ত্র স্থগিত ঘোষণা করে। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য সেটা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। শিবিরের হাতে আহত দুই ছাত্রদল কর্মীর আহতের বিচার ও শিবিরের সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার নইলে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবি করে ছাত্রদল। ছাত্রলীগ তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে পূর্ব হতে উপাচার্য বদলের আন্দোলনে ছিল কিন্তু উপাচার্যের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ তখন দাঁড় করাতে না পেরে পদত্যাগের আন্দোলনে পিছিয়ে যায়। ফিকাহ শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ও ছাত্রদল আন্দোলনে নামলে ছাত্রলীগ আন্দোলনে অন্যদের সম্পৃক্ত করতে পারবে বলে, তাৎক্ষণিকভাবে ভাঙচুর তালাবদ্ধ ও ভিসি'র বাড়ির টেলিফোন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ৭ দিন লাগাতার ধর্মঘট চলার পর জামাত ও বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের নেতৃত্বে পরিচালিত শিক্ষক সমিতি ও সরকারপন্থী শিক্ষকরাও একদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে উপাচার্যের অপসারণ চাইলে ক্যাম্পাস পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। উপাচার্য শিক্ষামন্ত্রীর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বহাল থাকার কথা জানান বলে জানা যায়। এর মধ্যে ছাত্রলীগের একটি দলও শিক্ষকদের একটি দল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। ২৮শে জুলাই পর্যন্ত লাগাতর ধর্মঘট, শিক্ষকদের কর্মবিরতির আর সরকারের নিরব ভূমিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রী অভিভাবকদের দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য, ছাত্রদল, স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও জেলা আহ্বায়ক এডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আবদুর রউফ, বিএনপি নেতা সাবেক এমপি সোহরাব হোসেন, বামফ্রন্টের নূর আহমেদ বকুল, কমরেড রফিকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন। আওয়ামী নেতারা বলেন, রাজাকার ও তাদের দোসর শিক্ষক এবং স্বার্থান্বেষী মহল তাদের স্বার্থে ছাত্রছাত্রীদের জিম্মি করে রেখেছেন। তারা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার দাবি জানান।

কুষ্টিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ঃ ছাত্র লীগের এক নেতাকে অবৈধভাবে বিভাগ পরিবর্তন করে ভর্তির সুযোগ না দেয়ায় কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কক্ষ ভাঙচুর তালাবদ্ধ ও শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করলে শিক্ষকরা এক সভায় কর্মবিরতির ঘোষণা দেন।